আইন মেনে যাবো বিদেশ
অর্থ এনে গড়বো স্বদেশ

১৮ ডিসেম্বর

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১২

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

০৪ পৌষ ১৪১৯
১৮ ডিসেম্বর ২০১২

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সকল অভিবাসী বাংলাদেশীদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জনসম্পদ আর প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে ভরা বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম জনশক্তি রপ্তানিকারক হিসেবে স্বীকৃত। এদেশের মানুষ তাদের সর্বোচ্চ মেধা, মনন, সততা এবং কর্মদক্ষতা দিয়ে বিদেশের মাটিতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের বর্তমান জিডিপির একটি বড় অংশ, যা দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে সহায়তা করছে। আমি মনে করি, একজন অভিবাসী বিদেশের মাটিতে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায় এবং দূত হিসেবে কাজ করে। তাই তাদের নৈতিকতা, কর্মকুশলতা ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সর্বদা সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট থাকতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, দেশপ্রেমের মহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অভিবাসিগণ দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে সদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১২'-এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

মন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'আন্তর্জাতিক অভিবাসী' দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'অভিবাসী কর্মীদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা'। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অভিবাসী বাংলাদেশীদের ও বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের কল্যাণে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় ৯০ লক্ষ কর্মী পৃথিবীর ১৫৫টি দেশে কর্মরত রয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে তাদের অপরিসীম অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এ দিবসটি যথাযথ তাৎপর্যের সঙ্গে উদযাপন করা হচ্ছে। সকল অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারবর্গকে এ মহতী দিবসে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রবাসীদের যাবতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জনশক্তি রপ্তনি খাতে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার আশাব্যঞ্জক হার দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে করেছে সুদৃঢ়। তাই অভিবাসন প্রক্রিয়াকে আরও সাবলীল করার জন্য বর্তমান সরকার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কর্মীরা যাতে পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা হচ্ছে। কর্মীদের হয়রানি রোধ, কর্মক্ষম জনশক্তিকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন এবং নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন বাস্তবমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আজকের এ দিবসে অভিবাসী কর্মীদের অধিকার রক্ষা এবং ন্যায্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার দৃঢ় প্রত্যয় আমরা ব্যক্ত করি। আমি আশা করি আগামী দিনগুলোতে নিরাপদ অভিবাসন প্রতিষ্ঠা এবং অভিবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হব। প্রবাসী কর্মীরা যেন প্রতারিত না হয় সে লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একজন কর্মীর যাতে ভিটেমাটি বিক্রি করে বিদেশে যাবার অর্থ জোগাড় করতে না হয় সেজন্য একদিকে অভিবাসন ব্যয় নামিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, অন্যদিকে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' হতে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। 'আইন মেনে যাব বিদেশ, অর্থ এনে গড়বো স্বদেশ' এবারের এ প্রতিপাদ্য সার্থক করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস'-২০১২ উদযাপন উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সকল কার্যক্রমের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এম.পি

IOM-OIM

Director General
International Organization for Migration (IOM)

MESSAGE

The evacuation of migrant workers from Libya in 2011 focused world attention on the plight of tens of thousands of migrants, mainly from developing countries, who found themselves swept up by the political upheaval, without any means of getting home to their families. The evacuation was a remarkable humanitarian achievement, but a job half done. While we recognized the reintegration needs of returning Bangladeshis and worked with the government and the World Bank to meet them, we failed to recognize the needs and well-being of other migrants who returned to economically depressed and food insecure countries such as Chad and Niger.

Crises can result in complex and unpredictable population flows. These bring with them a raft of challenges that the international community needs to address comprehensively. They include the protection of vulnerable migrants from crisis-related violence and exploitation in their host country, in transit, and their safe and sustainable reintegration once they get home.

IOM's Migration Crisis Operational Framework, which was officially endorsed on 27 November aims to institutionalize IOM's capacity to respond to migration crises and to address some of the gaps that currently exist with regard to migration in international humanitarian systems.

Finding humane and effective solutions to the complex challenges of crisis-related migration flows requires strong partnerships between international organizations, state and non-state actors, including NGOs, the media, the private sector, religious groups and transnational diaspora communities. We all share a responsibility to protect the human rights of all people on the move.

Ambassador William Lacy Swing

বৈদেশিক কর্মসংস্থান : উন্নয়নের সুদৃঢ় প্রেক্ষিত

জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি হচ্ছে সমৃদ্ধ। সরকার জনশক্তি রপ্তানিকে 'থ্রাস্ট সেক্টর' হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এজন্য যে কৌশল নির্ধারণ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো : (১) নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও বিদ্যমান শ্রমবাজার ধরে রাখা, (২) প্রবাসী কর্মীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা, (৩) দেশে ও বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং (৪) প্রবাসীদের রেমিট্যান্স প্রেরণে সহযোগিতা প্রদান।

অভিবাসন ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্নের জন্য বিদেশগামী কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বিগত বছরসমূহে জনশক্তি রপ্তানির ক্রমোন্নতি ঘটেছে এবং প্রতি বছর রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। রেমিট্যান্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারকে করছে স্ফীত যা অর্থনীতিকে দিচ্ছে একটি স্বস্তিদায়ক অবস্থান। ২০১১ সালে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ১২.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১২ সালে এর পরিমাণ ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। এক হিসাবে দেখা গেছে যে, রেমিট্যান্স জিডিপির ১১%, বৈদেশিক সাহায্যের ৭ গুণ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের ১৩ গুণ।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান : বিদেশের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রায় ৮০ লাখ কর্মী কর্মরত আছেন। প্রতি বছর প্রায় ৬ লাখ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হচ্ছে। বাংলাদেশের কর্মীর প্রায় ৯০% মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে নিয়োজিত রয়েছেন। এর মধ্যে সর্বাধিক কর্মী সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব-আমিরাত ও মালয়েশিয়ায় কর্মরত আছেন। বিগত সাড়ে ৩ বছরের বৈদেশিক কর্মসংস্থান পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এ হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। ২০১০ সনে কর্মী গমন করেছিল ৩,৯০,৭০২ জন এবং ২০১১ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,৬৮,০৬২ জন। ২০১২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৫,৮০,০০০ কর্মী গিয়েছে। ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে কর্মী গমনের হার বেড়েছে ৪৫% এবং ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে কর্মী গমনের হার বেড়েছে ৩০%।

সাল	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (নভেম্বর)
কর্মী গমনের সংখ্যা	২৫৪১৯০	২৭২৯৫৮	২৫২৭০২	৩৮১৫১৬	৮৩২৬০৯	৮৭৫০৫৫	৪৭৫২৭৮	৩৯০৭০২	৫৬৮০৬২	৫৭৫৩৮৯

প্রচলিত শ্রমবাজার ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্যের মধ্যে অন্যতম হলো মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ৪ বছর পর পুনরায় চালু করা। সরকারের দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফলে মালয়েশিয়ায় গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট (জি-টু-জি) প্রক্রিয়ায় মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। খুব শিগগিরই সেখানে জনশক্তি রপ্তানি শুরু হবে বলে আশা করা যায়। মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে কর্মীরা সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে মালয়েশিয়াতে নিয়োগপ্রাপ্ত হবে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য প্রতিনিধিদল সফর করেছেন। ইতোমধ্যে নতুন শ্রমবাজার হিসেবে বাংলাদেশ হতে কর্মীরা পোল্যান্ড, মরিশাস, সুইডেন, আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, লেবানন, জর্ডান, কঙ্গো-তে কর্মসংস্থান লাভ করেছেন। মহিলা কর্মী বিদেশে প্রেরণের জন্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী ইতোমধ্যে বিদেশে গমন করেছেন। ২০০৪ সালে যেখানে নারী কর্মী গমনের হার ছিল মাত্র ১% সেখানে বর্তমানে নারী কর্মী গমনের হার ৫.৫%-এ উন্নীত হয়েছে। মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। মহিলা গৃহকর্মীরা বিনা অভিবাসন ব্যয়ে বর্তমানে জর্ডান যাচ্ছেন। মহিলা গৃহকর্মীদের নতুন কর্মক্ষেত্র হিসেবে হংকং-এ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রেরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটালাইজেশন : বর্তমান সরকার সামগ্রিক অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার আওতায় আনয়ন করে বিদেশগামী কর্মীদের অভিবাসন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, জবাবদিহি এবং নিরাপদ করেছে। এ লক্ষ্যে বিদেশগামী কর্মীকে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'র (বিএমইটি) ডাটাবেজে রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া মোবাইল এর মাধ্যমেও করা যাচ্ছে। কর্মী গ্রহণকারী দেশের প্রদত্ত ভিসা অনলাইনে যাচাই করে বিদেশগামী কর্মীকে সহায়তা করা হচ্ছে। এছাড়া বিদেশগামী সকল কর্মীকে 'স্মার্ট কার্ড' প্রদান করা হচ্ছে এবং উক্ত কার্ডে বিদেশগামী কর্মীর প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত আছে। ফলে বিদেশে যাবার পরও যে কোনো সমস্যায় কর্মীকে সহায়তা প্রদান করা সম্ভব। এতদ্ব্যতীত অভিবাসন সম্পর্কিত যে কোনো প্রতারণা রোধকল্পে অনলাইনে বিএমইটি-তে অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন : বিদেশগামী কর্মীর দক্ষতা উন্নয়নে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিএমইটি'র অধীনে বর্তমানে ৩৮টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪৫টি ট্রেডে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে বছরে ৬৫ হাজার কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে ও বিদেশে কাজে নিয়োজিত হচ্ছেন। আরও দু'টি প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন ৩৫টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। বর্ণিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ নির্মিত হলে দেশের ৬৪ জেলাতেই বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং প্রতি বছর ১ লক্ষেরও অধিক বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের আর্থিক সহায়তায় দু'টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন করা হয়েছে। অপরদিকে আইএলও, ইউরোপিয়ান কমিশন, এসডিসি, বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি-এর সহায়তায় প্রশিক্ষণ কারিকুলামের উন্নয়ন, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণের সংস্কার ইত্যাদি কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো চলমান আছে। এর পাশাপাশি সরকার ১৪০ কোটি টাকার একটি আবর্তক তহবিল গঠন করে বিদেশগামী কর্মীর দক্ষতা উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ তহবিল হতে প্রতি বছর ১৩ কোটি টাকার বেশি অর্থ পাওয়া যায় এবং তা দিয়ে দক্ষ কর্মী প্রস্তুত করা, নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, অভিবাসন ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, অভিবাসন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

টাস্কফোর্স : অভিবাসন ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পরিচালনা, প্রতারণা হ্রাস, নিরাপদ অভিবাসন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার আন্তঃমন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এ টাস্কফোর্স অভিবাসন সংক্রান্ত যে কোনো অনিয়ম, অপরাধ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং বিশেষ করে বিমানবন্দরে বিদেশগামী কর্মীদের বিদেশ গমন প্রক্রিয়া মনিটর করছে।

অস্থিতিশীল লিবিয়া হতে কর্মী প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন : লিবিয়ায় ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রায় ৬০ হাজার কর্মী কর্মরত ছিলেন। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে লিবিয়ার বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলে বাংলাদেশের কর্মীরা বিপদে পড়ে। এ সকল কর্মীর অধিকাংশই লিবিয়া-তিউনিশিয়া সীমান্তে এবং কিছু সংখ্যক কর্মী লিবিয়া-মিসর সীমান্তে আটকে পড়ে। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে স্বল্পতম সময়ে ৩৬,৬৫৬ জন কর্মীকে দেশে ফেরত আনা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে এ সকল কর্মীর প্রত্যেককে সরকার ৫০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করে। এ ধরনের কার্যক্রম যে কোন সংকটকালীন সময়ে সরকারের কর্মদক্ষতাকে প্রমাণ করেছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক : বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে বা ভিটেমাটি, জমি ইত্যাদি বিক্রি বা বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করে বিদেশে যেতে হয়। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার শুধুমাত্র বিদেশগামী এবং বিদেশে অবস্থানরত কর্মীকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এবং গত ২০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে এর যাত্রা শুরু হয়। এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১২০০ জন বিদেশগামী কর্মীকে ঋণ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে ২৫ জন বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীকে ঋণ প্রদান করে তাঁদের আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়েছে।

কলম্বো প্রসেস সম্মেলন : ১১টি কর্মী প্রেরণকারী দেশের আঞ্চলিক সংগঠন হলো কলম্বো প্রসেস। বাংলাদেশ বর্তমানে কলম্বো প্রসেস এর চেয়ারম্যান। গত ২০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে ঢাকায় কলম্বো প্রসেস এর মন্ত্রী পর্যায়ের ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'মর্যাদার সাথে অভিবাসন' এ বিষয়কে মূল প্রতিপাদ্য করে অভিবাসী কর্মীর অধিকার নিশ্চিত করা, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস, নারী কর্মীর নিরাপত্তা, অভিবাসী কর্মীর কর্মী গ্রহণকারী ও প্রেরণকারী উভয় দেশের উন্নয়নের অংশীদার, অভিবাসন বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে 'ঢাকা ঘোষণা' গৃহীত হয়।

রেমিট্যান্স : রেমিটেন্স জাতীয় অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তি দিয়েছে। রেমিট্যান্স যেহেতু জিডিপি-তে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে সে কারণে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভিবাসন যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রবাসী কর্মীর রেমিট্যান্স প্রেরণ সহজতর করার পাশাপাশি দেশে সুবিধাভোগীর নিকট সহজে ও দ্রুততম সময়ে অর্থ পৌছানোর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিদেশস্থ মিশনসূহ বিশেষ করে শ্রম উইংসমূহ প্রবাসীদের অর্থ প্রেরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

বিলিয়ন মার্কিন ডলার

সাল	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (নভেম্বর)
রেমিট্যান্স	৩.১৮	৩.৫৬	৪.২৫	৫.৪৮	৬.৫৭	৯.০১	১০.৭২	১১.০০	১২.১৭	১২.৮৭

ক্রমবর্ধমান রেমিট্যান্স প্রবাহের কারণে এ সরকারের সময়ে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হয়েছে। এ কথা স্মরণযোগ্য যে, রেমিট্যান্স দারিদ্র্য বিমোচনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বহুবিধ প্রকল্পে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে। রেমিটেন্স সুবিধাভোগীর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নের পাশাপাশি প্রবাসী পরিবারকে বিনিয়োগে উৎসাহ, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা তথা জীবনমানের উন্নয়ন ঘটায়। এছাড়া দেশের ব্যালান্স অব পেমেন্ট, আমদানি ব্যয় এবং বিবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে। বস্তুত প্রবাসীদের প্রেরিত ক্রমবর্ধমান রেমিট্যান্স প্রেরণের কারণে গত ৩ বছরে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি শঙ্কায় পড়েনি।

সরকার অভিবাসন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন, প্রবাসী কর্মীর নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা, নারী অভিবাসন বৃদ্ধি করা, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এছাড়া অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সহজ ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইন' প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। গত ২৪ আগস্ট ২০১১ তারিখে সরকার 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন দি প্রটেকশন অব দি রাইটস অব অল মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স এ্যান্ড মেম্বারস অব দেয়ার ফ্যামিলিজ' অনুস্বাক্ষর করেছে। সরকার প্রবাসী কর্মীর কল্যাণ ও অধিকার রক্ষায় তার অঙ্গীকার এ সকল বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সুদৃঢ় করে চলেছে।

অভিবাসীর অবদান : দেশের উন্নয়নে চির অম্লান

২০০০ সালের ২ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। আমরা এই মহতী দিবসে জানাই লক্ষ লক্ষ প্রবাসী কর্মীকে সশ্রদ্ধ সালাম ও শুভেচ্ছা। এ দিবসে আমরা স্মরণ করি আমাদের সতীর্থ অভিবাসী ভাই ও বোনদের, যারা এ পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে কর্মরত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, অনেক সুখে ও দুঃখে পরিবার-পরিজনকে দূরে রেখে, দেশের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখে নিজের জন্য ও পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা আরও স্মরণ করছি শ্রদ্ধাভরে তাদের যারা বিদেশ-বিভুইয়ে অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকভাবে। প্রবাসী কর্মীর সকলেই বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করে দেশের উন্নয়নে এবং একই সঙ্গে কর্মরত দেশের উন্নয়নে শরিক হয়েছেন, তাদের এই অবদান চির অম্লান।

অভিবাসন বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিবাসনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি প্রবাসীর প্রেরণকৃত রেমিট্যান্স জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে অনেক দেশেরই উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হওয়ার কারণে নতুন কর্মী নিয়োগ বন্ধ এবং নির্মাণ কার্যক্রম শ্লথগতিতে চলছে। আর এ কারণে প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিষয়টি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কিন্তু এরপরও বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে।

প্রবাসী কর্মীর অন্যতম সমস্যা হলো তার অধিকার, সম্মান ও পারিশ্রমিক যথাসময়ে বা নিয়মিত পাওয়া। আন্তর্জাতিক শ্রম আইন, শ্রম সংস্থার সনদ এবং অভিবাসন সম্পর্কিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের গড়িমসিসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার জন্য এখন পর্যন্ত প্রবাসী কর্মীর অধিকার রক্ষা করা বা তার সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন দেশের নিজস্ব শ্রম আইনও প্রবাসী কর্মীর অনুকূল নয়। বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি সিভিল সোসাইটি প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের কল্যাণে সর্বদাই ক্রিয়াশীল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন সময়ে দাবি ও প্রবাসীদের কল্যাণে সরকার ইতোমধ্যে 'অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণে জাতিসংঘ সনদ' অনুসমর্থন করেছে। এছাড়াও 'কলম্বো প্রসেস' এবং 'গ্লোবাল ফোরাম ফর মাইগ্রেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (জিএফএমডি)' সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকার এবং সিভিল সোসাইটির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীর সম্মান, অধিকার সুরক্ষা এবং কল্যাণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার সিভিল সোসাইটিসহ সকলের মতামতের ভিত্তিতে 'অভিবাসন আইন' প্রণয়ন করছে। আশা করা যায় এ সকল প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে, যা জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে, এ আমাদের প্রত্যাশা।

অভিবাসন ও উন্নয়ন যেহেতু একই সূত্রে গাঁথা সেহেতু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিবাসী কর্মীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা এবং তাদের পরিবারসহ সকলের অধিকার সমুন্নত রাখতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। তাই আমরা আশা করব দেশের সকল রাজনৈতিক দল মত ও পথের বিভেদ মিটিয়ে অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রাজনৈতিক মেনিফেস্টোতে সংযোজন করে দেশের উন্নয়নে অভিবাসী জনগোষ্ঠীর অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সংশ্লিষ্টতা আরো বৃদ্ধির সুযোগ করে দিবেন।

—সুশীল সমাজের পক্ষে
সৈয়দ সাইফুল হক, চেয়ারম্যান, ওয়ারবী
ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

০৪ পৌষ ১৪১৯
১৮ ডিসেম্বর ২০১২

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবস উপলক্ষে আমি অভিবাসী কর্মী ভাই-বোনদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বিপুল জনশক্তি অধ্যুষিত বাংলাদেশে বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান আমাদের জন্য একটি বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। প্রবাসী আয়ের দিক থেকে আমাদের অবস্থান ৭ম। গত অর্থবছরে এ খাতে আমরা ১২৮৪ কোটি ৩৪ লাখ মার্কিন ডলার আয় করেছি। অভিবাসী কর্মীগণ তাঁদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অপরিসীম অবদান রাখছে।

বর্তমান সরকার অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছি। এর ফলে অভিবাসীগণ সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করতে পারছেন। রেমিট্যান্স প্রেরণ সাশ্রয়ী ও নিরাপদ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থান বাজারে অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকার সংরক্ষণে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সর্বোত্তম ব্যবহার এবং অভিবাসীদের পরিবারের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করতে পারলেই এ দিবস উদযাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হবে।

আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়

বাণী

দেশের অর্থনীতিতে অভিবাসীদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে আজ ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২ 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' উপলক্ষে অগ্নিঝরা বিজয়ের এই মাসে আমি প্রবাসে কর্মরত আমাদের সকল অভিবাসী ভাইবোনদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৮০ লক্ষ কর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। অভিবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেছে এবং দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে করেছে শক্তিশালী। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তর করার জন্য কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। যে দেশ শিক্ষায় বিশেষত কারিগরি শিক্ষায় যত শিক্ষিত সে দেশ তত উন্নত। দেশের বিপুলসংখ্যক বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মক্ষম কর্মীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রেরণের লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মর্যাদার সঙ্গে নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, নিয়োগ প্রক্রিয়ার তদারকি, প্রতারণারোধসহ বিবিধ কর্মসূচি সরকার গ্রহণ করেছে। এছাড়াও বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের সহজশর্তে ঋণ প্রদান, ব্যয় সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ড অভিবাসীদের কল্যাণে নিবেদিত।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. জাফর আহমেদ খান

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস'-কে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে প্রবাসে কর্মরত সকল অভিবাসী কর্মীদের জানাই আমার উষ্ণ অভিনন্দন। অভিবাসী কর্মীদের মৌলিক স্বাধীনতা ও তাদের মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘ ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। উন্নত ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের পেশাজীবী, দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ কর্মীদের এ শ্রমকে আজকের দিনে সবিশেষ মর্যাদায় স্মরণ করি।

অভিবাসী কর্মীদের অবদান দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জনশক্তি,কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োগের জন্য রিক্রুটিং পারমিশন ও বহির্গমন ক্লিয়ারেন্স কম্পিউটারের মাধ্যমে দ্রুত ও সহজে সম্পাদিত হচ্ছে এবং বিদেশে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশৃঙ্খলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কর্মীদের সকল তথ্য এবং নিয়োগকর্তার তথ্য ব্যুরোর কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকার ফলে কর্মীগণ বিদেশে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে তা অতিসহজেই শনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজতর হচ্ছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে বিদেশগামী ও অভিবাসী কর্মীরা সবিশেষ উপকৃত হচ্ছেন।

অভিবাসনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ও সাফল্য হলো রেমিট্যান্স অর্জন। প্রবাসীদের মাধ্যমে ২০১১ সালে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে প্রায় ১২.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ অংক বাংলাদেশের জিডিপির ১২% ও বৈদেশিক সাহায্যে ৭ গুণ। রেমিট্যান্স আয়ের মাধ্যমে দেশ যেমন বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সমৃদ্ধ করছে, তেমনি প্রবাসীরা তাদের পারিবারিক জীবন মান উন্নত করতে পারছে আর বাড়ছে তাদের বিনিয়োগ ক্ষমতা।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। পাসপোর্ট জালিয়াতির মাধ্যমে জাল ভিসায় কর্মী প্রেরণ, কর্মীদের প্রতারণা, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। অভিবাসন প্রক্রিয়াকে ডিজিটালাইজড করার ফলে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত হয়েছে এবং বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো নিরলসভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহীদের তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও বিস্তৃতি লাভ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের' কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দিবসটি উদযাপনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বেগম শামছুন নাহার

চাকুরী নিয়ে বিদেশ যাবার, নারী পুরুষের সমান অধিকার

অভিবাসীর অবদান, সমুন্নত দেশের মান

প্রশিক্ষণ আমরা নেব, দক্ষ হয়ে বিদেশ যাব

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE · WINROCK INTERNATIONAL · মানুষের জন্য manusher jonno promoting human rights and good governance · brac · MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN · aecid · BOMSA · CARAM ASIA · AYUDA DE DCA DANCHURCHAID DENMARK actalliance · WARBE · European Union · UN WOMEN · ILO